প্রশ্নোত্তর

- মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

প্রশ্ন ঃ "মাসিক পরওয়ানা" জুলাই'০৭ সংখ্যায় প্রশ্নোত্তর বিভাগে এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছে- "রাসূল (দঃ) সর্বত্র হাযির নাযির হওয়া সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত নির্ভরযোগ্য কোন আক্বিদার কিতাবে উল্লেখ নেই। অতএব এ বিষয়ে ঢালাওভাবে রাসুল (দঃ) -এর সর্বত্র হাযির নাযির হওয়াকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বিদা বলে জানা কিংবা প্রচার করা আদৌ উচিৎ নয়। আর বিবাহের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (দঃ)কে সাক্ষী বানিয়ে বিবাহ দেওয়া এজন্য বৈধ নয় যে, বিবাহের সাক্ষীর ক্ষেত্রে শরিয়তের শর্তাবলী তাঁদের উপর প্রযোজ্য নয়। (ফতোয়ায়ে বাজ্জাজিয়া)। **এখন প্রশ্ন হলো- মাসিক পরওয়ানার এই দাবী সঠিক কিনা?**

উত্তর ঃ মাসিক পরওয়ানার উক্ত দাবী মোটেই সঠিক নয়। "সর্বত্র" কথাটি তাদের নিজের বানানো। মূল বিষয় হলো- নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাযির ও নাযির কিনা? কোন কিতাবেই "সর্বত্র" শব্দটি নেই। উনি কোথায় পেলেন?

এখন শুনুন - "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে ইচ্ছা-হাযির হতে পারেন"- একথা সব কিতাবেই লিখা আছে। এমনকি 'সবত্র' শব্দটি বাদ দিলে উনি নিজেই হাযির নাযির মেনে নিয়েছেন। যেমন -

(১) বুখারী শরীফ ঃ রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখবে, সে জাগ্রত অবস্থায় অচিরেই আমাকে দেখতে পাবে"। কোথায় দেখতে পাবে? সে যেখানে আছে- সেখানেই। এতেই প্রমাণিত হয়- নবীজী যথা ইচ্ছা হাযির হতে পারেন। জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) ৭ বার নবীজীকে জাগ্রত অবস্থায় মিশরে সামনা সামনি দেখেছেন।

(২) তিরমিজি শরীফ ঃ ইমাম হোসাইন (রাঃ) যেদিন কারবালায় শহীদ হলেন- সেসময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারবালায় উপস্থিত হয়ে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের খুন সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। দেখুন- তিরমিজি, মিশকাত, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া (সুত্র : - হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর বর্ণনা।

(৩) আল-হাভী লিল ফাতাওয়া ঃ জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) বলেন- বর্তমানে নবীজীর পাঁচটি কাজের মধ্যে একটি হলো- "আউলিয়ায়ে কেরামের জানাযায় হাযির হওয়া"।

(৪) আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া ঃ হযরত আনাছ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদূর তাবুক থেকে ৯ম হিজরীতে চোখের পলকে মদিনা শরীফ এসে মুয়াবিয়া ইবনে আবু মুয়াবিয়া নামক জনৈক সাহাবীর জানাযা পড়েছিলেন। (বেদায়া নেহায়া)।

(৫) আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রহঃ) বলেন ঃ আমরা আউলিয়াগণের দৃষ্টি থেকে যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুহুর্তের জন্যও অদৃশ্য থাকেন, তাহলে আমরা (অলী-আউলিয়াগণ) নিজেদেরকে মুসলমান বলেই মনে করিনা"। (ইসলাহে বেহেস্তী যে ওর)

এখন বলুন- নবীজী হাযির নাযির কিনা? যিনি হাযির, তিনি তো এমনিতেই নাযির। এর জন্য পৃথক কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। মাসিক পরওয়ানা এবার বলুক দেখি- বুখারী শরীফ, তিরমিজি শরীফ, আলবেদায়া ওয়ান আল-হাভী ইত্যাদি নেহায়া কিতাবগুলো নির্ভরযোগ্য কিনা? তার কথায় তো মনে হয়- তিনি নিজেই নির্ভরযোগ্য- অন্য কোন কিতাব নয়।

ফতোয়ায়ে বাজজাজিয়াতে আল্লাহ রাসূলকে বিবাহে সাক্ষী বানানো নাজায়েয বলা হয়েছে অন্য কারনে। ওখানে তো হাযির নাযিরের কথা উল্লেখ নেই। তিনি কোথায় পেলেন? **বাজ্জাজিয়া তো আল্লাহ রাসূলের হাযির নাযির হওয়ার কথা অস্বীকার করেন নি, বরং বলেছেন- সাক্ষী মানা যাবেনা। কারণ, সাক্ষীর জন্য দৃশ্যমান হওয়া শর্ত। আল্লাহও রাসূল হাযির থাকা সত্ত্বেও উক্ত শর্ত পাওয়া যাচ্ছেনা বলে আল্লাহ রাসূলকে সাক্ষী বানানো যাবেনা ইহাই ফতোয়ায়ে বাজজামিয়ার মূলকথা।** সুতরাং বাজজাজিয়ার মতেও আল্লাহ রাসুল হাযির নাযির প্রমাণিত হয়। বিবাহ মজলিশে রাসূলের হাযির হওয়া তিনি অস্বীকার করলেও করতে পারেন- কিন্তু আল্লাহর হাযির হওয়া কি তিনি অস্বীকার করতে পারবেন? কখনই নয়। এতসত্বেও আল্লাহ সাক্ষী হতে পারেন না কেন?

অতএব, নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ দ্বারাই প্রমাণিত হলো- নবীজী হাযির - যেখানে তিনি যেতে ইচ্ছা করেন।

বাকী রইলো- পরওয়ানার মুফতী সাহেবের নিজের বানানো "সর্বত্র" শব্দটির ব্যাখ্যা। এসম্পর্কে মোহাক্কেকীনদের বিশ্লেষন হলো- "সর্বত্র" হলো সৃষ্টিজগত। সৃষ্টিজগত সীমিত। তাই আল্লাহ শুধু সীমিত জায়গায় হাযির নন- বরং বিরাজমান হতে পারেন। আল্লাহর সর্বত্র হাযির অর্থ-সৃষ্ট জগত এবং নির্দেশ জগতে তিনি বিরাজমান। আর নবীজীর সর্বত্র হাযির হওয়ার অর্থ-সৃষ্ট জগতে তিনি হাযির, কেননা তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাই সমস্ত আলমে তিনি হাযির। বিস্তারিত প্রমান ভুরিভুরি পাওয়া যাবে কোরআন ও হাদীসে। পরওয়ানায় ওহাবীদের দলীল কেন?